চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক সংগঠন সিক্সটি নাইনের এক কর্মী ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার পর পাল্টা হামলায় আহত হয়েছেন সিএফসির এক কর্মী। দুপক্ষই চবি ছাত্রলীগের উপপক্ষ হিসেবে পরিচিত। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় প্রথম হামলা হয়। ফিরতি হামলার ঘটনা ঘটে বিকাল ৩টায়। একজন ছুরিকাহত, অন্যজনকে দা দিয়ে কোপানোর সময় উভয়পক্ষের সংঘর্ষে সব মিলিয়ে অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন।

advertisement

প্রথম ঘটনায় ব্যবসায় অনুষদের সামনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মির্জা সফল প্রধানকে ছুরিকাঘাত করার অভিযোগ ওঠে চুজ ফ্রেন্ডস উইথ কেয়ারের (সিএফসি) বিরুদ্ধে। অন্তত ১৪ জন মিলে

সফল প্রধানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। খবর পেয়ে সিক্সটি নাইনের বন্ধুরা এসে সফলকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকালের সংঘর্ষে সেই উত্তেজনা বাস্তব রূপ পায়। সংঘর্ষে জড়ানো সিএফসির সদস্যরা শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারী। আর সিক্সটি নাইনের সদস্যরা আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী।

পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও বিকাল ৩টায় শাহজালাল হল এবং শাহ আমানত হলের মাঝখানে দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সিক্সটি নাইনের কর্মীরা প্রথমে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের ছাত্র রাসেল শেখকে একা পেয়ে দা দিয়ে কোপাতে থাকেন। তখন দুপক্ষের কর্মীরা এসে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তাতে আরও অন্তত আটজন আহত হন। রাসেল শেখকেও চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জামায়াত-শিবিরের হাতে ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর নিহত গণিত বিভাগের ছাত্র আমিনুল হক বকুলের স্মরণসভায় চবি ছাত্রলীগের সাবেক একাধিক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন- এখন ছাত্রশিবির আর নয়; ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের জীবনের হুমকি হলো ছাত্রলীগের নানা গ্রুপের সদস্যরা। গত ৩ সেপ্টেম্বর নগরীর একটি সভায় এই বক্তব্য দেওয়ার দুদিনের মাথায় তাদের বক্তব্যকে সত্য প্রমাণ করলেন চবি ছাত্রলীগের উপপক্ষের সদস্যরা।

প্রথম ঘটনার জন্য সিএফসির ১৪ কর্মীর বিরুদ্ধে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে সিক্সটি নাইন। আর দ্বিতীয় ঘটনায় সিক্সটি নাইনের অন্তত ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছে সিএফসি।

সিএফসির নেতা ও চবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাদাফ খান বলেন, রাসেল শেখকে রাম দা দিয়ে কোপানো হয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর ক্ষত রয়েছে। কয়েকটি আঘাত গুরুতর। রাত ৮টায় এ প্রতিবেদন লেখার সময় তাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে জানান সাদাফ খান। তিনি বলেন, জুনিয়রদের মধ্যে ভুলবশত ঘটনাটি ঘটে, যা অনিচ্ছাকৃত। এ ঘটনায় সিএক্সটি নাইনের অন্তত ১৩ জন অংশ নেন। আমরা তাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করছি।

সিএক্সটি নাইনের নেতা ও চবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, মির্জা সফল প্রধানকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হয়। তার ওপর হামলা খুবই গুরুতর। আমরা নিষ্পত্তি মেনে নিলেও জুনিয়ররা পরে পাল্টা হামলা চালায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আমরা চেষ্টা করছি।

সিএফসির যেসব কর্মীর বিরুদ্ধে সফল প্রধানকে হামলার অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন- রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের মেহেদী হাসান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী রুবেল হোসেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আলিফ আরমান ইমন, ইতিহাস বিভাগের সিয়াম একরাম প্রিন্স, দর্শন বিভাগের নাইমুর রাহমান শিশির, সমাজতত্ত্বের আরাফাত রায়হান, ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতির আব্দুল সাত্তার, আইন বিভাগের খালেদ মাসুদ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সোহেল বিন হাফিজ, মেহেদী হাসান ইমন, ইমতিয়াজ পারভেজ ও বহিরাগত তানজিল হোসেন।

জানা যায়, গত শুক্রবারে বায়োলজিক্যাল ফ্যাকাল্টির সামনের এক অনুষ্ঠানে মির্জা সফল প্রধান সিএফসির ২১-২০ সেশনের উদ্ভিদবিজ্ঞানের কর্মীদের মারধরের হুমকি দেন। পরবর্তী সময় এটি নিয়ে সিএফসির গ্রুপে আলোচনা হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের একটি অংশ গতকাল সকালে সফলের ওপর আক্রমণ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টরবৃন্দ ও পুলিশের উপস্থিতিতে দুই উপপক্ষের নেতারা

সমঝোতার কথা বললে পরিস্থিতি শান্ত হয়। কিন্তু বিকালে জিলানী হোটেলে খেতে নামলে একই ঘটনার জেরে রাসেল শেখ রাসেলের ওপর আক্রমণ করে সিক্সটি নাইনের কর্মীরা।

সহকারী প্রক্টর শহীদুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা আসার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছি। পুনরায় অবস্থান করছি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। আহতরা চমেক হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাটহাজারী থানার ওসি মো. রুহুল আমীন বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ আসেনি।